তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৪

**যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ কাবাডি**

**ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সভাপতির সৌজন্য সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেলের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের নতুন সভাপতি ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‌্যাব) এর মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে প্রতিমন্ত্রী নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কাবাডি আমাদের জাতীয় খেলা। আমরা চাই আপনার নেতৃত্বে দেশের সকল জেলায় কাবাডি নতুন করে জেগে উঠবে। সে লক্ষ্যে কাবাডি ফেডারেশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি। দেশের কাবাডির উন্নয়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ফেডারেশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আমাদের প্রত্যাশা, সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় জাতীয় খেলা কাবাডি তার হারানো ঐতিহ্য অচিরেই ফিরে পাবে। তিনি এ সময় নবনির্বাচিত সভাপতির সাফল্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) গত ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের নতুন সভাপতি হিসেবে র‌্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে নিয়োগ প্রদান করে। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের সদ্য সাবেক আইজিপি জাভেদ পাটোয়ারীর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

সাক্ষাৎকালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৩

**শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

আজ জুম অনলাইনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী Datuk Seri M. Saravanan এর বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্তকরণ, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনলাইন সিস্টেম চালু করা, কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্টের সম্পৃক্ততা, পরবর্তী জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা আয়োজন এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আটকে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের মালয়েশিয়ায় প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভায় উভয় মন্ত্রী একমত হন যে, সুষ্ঠু শ্রম অভিবাসনের স্বার্থে বাংলাদেশ হতে সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টের তালিকা মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করা হবে এবং মালয়েশিয়া পক্ষ উক্ত তালিকা হতে উপযুক্ত সংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচন করবে। রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় ডাটাবেইজ থেকে কর্মী সংগ্রহ, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ন্যায্য সার্ভিস মূল্য প্রদানসহ পুরো প্রক্রিয়া মনিটরিং করা হবে একটি সমন্বিত অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার শীঘ্রই উম্মুক্তকরণের বিষয়ে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী তাঁর সম্মতি ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উন্নত হলে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মালয়েশিয়ায় অনিয়মিতভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে সে দেশের মানব সম্পদ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ায় উভয় পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার মোঃ শহিদুল ইসলাম, বিএমইটি’র মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, অতিরিক্ত সচিব বশির আহমেদ এবং কাউন্সেলর (শ্রম) মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

মালয়েশিয়ার পক্ষে সেদেশের মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল Dato' Jamil bin Rakon, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল A. Maniam, পলিসি ডিভিশনের আন্ডার-সেক্রেটারি Dr. Nor Mazny binti Abdul Majid, ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশনের আন্ডার-সেক্রেটারি Dr. Zaki bin Zakaria বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/সাহেলা/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩২

দেশে মূলধারার গণমাধ্যম দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সচেষ্ট

 -- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 ‘দেশে মূলধারার গণমাধ্যম দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সচেষ্ট’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

 আজ সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম-বিএসআরএফ আয়োজিত ‘মিট দ্য প্রেস’-এ মন্ত্রী একথা বলেন। বিএসআরএফ সভাপতি তপন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

 গণমাধ্যম শুধু মতপ্রকাশই নয়, সমাজের দর্পণ হিসেবে, মানুষের মনন তৈরিতে, সমাজকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করে জাতিকে প্রত্যয়ী করতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক মানুষ গণমাধ্যমের সাথে কিছুটা সময় প্রতিদিন ব্যয় করে, সুতরাং জাতি গঠনের জন্য এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বপ্নহীন মানুষের যেমন স্বপ্নপূরণের তাগাদা থাকে না, তেমনি আশাহীন জাতিরও আশাপূরণের তাগাদা থাকে না। আর সেই স্বপ্ন দেখানোর কাজটি গণমাধ্যম করতে পারে এবং করে। আমাদের মূলধারার গণমাধ্যম সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনলাইনে কিছু ভুঁইফোড় পোর্টাল, যেগুলো মূলধারার নয়, সেগুলোর কারণে অনেক সময় বিভ্রান্তি হয়।

 মন্ত্রী বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আজ বিশ্ববাস্তবতা। এটি মানুষের সাথে মানুষকে সংযুক্ত করা ও হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ ফেইসবুক ব্যবহারকারী। একজন মানুষের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছুতে পারে। এটি ভাল দিক, কিন্তু‘ ঠিক ব্যবহার করা না হলে খারাপ দিকও অনেক। আজকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিও তৈরি হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, এটিও শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বব্যাপী বাস্তবতা।’

 সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে সংবাদ মাধ্যম নয়- ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে অনেকেই মনে করে ফেইসবুকে দেয়া তথ্যই বুঝি সংবাদ, আসলে সেটি সংবাদ নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি আনএডিটেড (অসম্পাদিত) প্ল্যাটফরম। সেকারণে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীব্যাপী এটিকে নিয়মনীতির মধ্যে আনার জন্য আইন তৈরি হয়েছে, আমরাও করছি। আমাদের দেশে বিশেষ পরিস্থিতে অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা হয়। করোনাকালে শুরুতে সেই অপচেষ্টা ছিল। কিন্তু‘ মূলধারার গণমাধ্যম সেটি করতে দেয়নি। এজন্য মূলধারার গণমাধ্যম অর্থাৎ আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।’

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের বিকাশের লক্ষ্যে সবসময় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘উপমহাদেশের অন্য দেশে সাংবাদিকদের জন্য করোনাকালীন বিশেষ সহায়তা দেয়া হয়নি। ভারতে করোনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, শুধু তাদেরকে সহায়তা দেয়া হয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই প্রধানমন্ত্রী করোনাকালে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রয়োজনমাফিক সাংবাদিকদের সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি বাংলাদেশের সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভেবেছেন, সবার কথা ভেবেছেন।’

 অনলাইন গণমাধ্যম প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী এ সময় বলেন, অনলাইন নিবন্ধনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি অনলাইনকে নিবন্ধনের জন্য অনুমতি প্রদান করেছি, আরো দেয়া হবে। তবে যেহেতু কয়েক হাজার অনলাইন, এটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে। কারণ বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা রিপোর্ট দেয়ার পরই তা দেয়া হয়। আর এ নিবন্ধন কাজ চলমান প্রক্রিয়া, কারণ অনলাইন ভবিষ্যতেও তো অনেকগুলো প্রকাশিত হবে।

 আইপিটিভি সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘আইপিটিভি নিবন্ধনের জন্যও দরখাস্ত আহহন করা হয়েছিল। সেগুলোর প্রাথমিক তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে, যা সম্পন্নের পর নিবন্ধনের কাজ শুরু হবে। এক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আইপিটিভিগুলো শুরুতে বিনোদন চ্যানেল হিসেবে কাজ করবে। কোনো টেলিভিশন চ্যানেল যখন অনুমতি পায়, শুরুতে সংবাদ পরিবেশনের অনুমতি পায় না। সেজন্য আবার দরখাস্ত করতে হয়। আইপিটিভির ক্ষেত্রেও তাই।’

 সচিবালয়ে সংবাদ সংগ্রহে কর্মরত সাংবাদিকদের কল্যাণে বিএসআরএফ সভাপতি তপন বিশ্বাসের কয়েকটি প্রস্তাবনা সুবিবেচনার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। বিএসআরএফ এর সহ-সভাপতি সাজেদা পারভীন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান তপন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, অর্থ সম্পাদক মাসউদুল হক, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, গবেষণা সম্পাদক নিয়ামুল আজিজ সাদেক, প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমানসহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩১

সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন

 -- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বাস্তবায়নাধীন প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন, ব্যব¯’াপনা ও সংরক্ষণে বিশেষ কর্মসূচি সফল করতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নারিকেল, পাইন, কেওড়া, কেয়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ, ছেড়া দ্বীপের প্রবাল ধ্বংস প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সকল বিষয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এসকল বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

 আজ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত অনলাইন সভায় বাংলাদেশ সচিবালয়¯’ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে যুক্ত হয়ে সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুরের এপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, শেখ রাসেল এভিয়ারি এন্ড ইকোপার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প, টেকসই বন ও জীবিকা(সুফল) প্রকল্পসহ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. মোঃ বিল্লাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মাহমুদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আহমদ শামীম আল রাজী, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মিজানুল হক চৌধুরী ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আমির হোসেন চৌধুরীসহ দপ্তর প্রধানগণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

দীপংকর/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩০

**অবকাঠামো নির্মাণ করাই বিচার বিভাগের শেষ দায়িত্ব নয়**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিচার বিভাগের উন্নয়ন হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের চার মূলনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে, গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা হবে। অবকাঠামো নির্মাণ করাই বিচার বিভাগের শেষ দায়িত্ব নয় বললেন মন্ত্রী।

পটুয়াখালীতে ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চার তলা বিশিষ্ট চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে- এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের আলোকে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কারণ আইনের শাসনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা। যে সমাজে আইনের শাসন নেই, সেখানে আইনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। আইন মানুষকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই মর্যাদাবান ও পরিশীলিত করে। আইন যেখানে অচল, মানবাধিকার সেখানে ভূলুণ্ঠিত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তিনি বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে বিচার বিভাগের মানোন্নয়ন জড়িত। সেজন্য মানসম্পন্ন বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথক হলে আদালতসমূহে বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে এজলাসের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। ফলে বিচারকগণ এজলাস ভাগাভাগি করে বিচারিক কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু তাতে করে বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী জনগণ যেমন ভোগান্তির শিকার হতে থাকেন, তেমনি মামলার জট দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। এমনি অবস্থায় ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করলে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং পৃথকীকরণকে সুদৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই করার জন্য বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন।

পটুয়াখালী চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনটি ১২ তলা ভিত্তির উপর নির্মিত হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই চার তলা ভবন উদ্বোধনের ফলে বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ অনেকটাই লাঘব হবে। তিনি জানান, এটাকে আট তলা করা হবে এবং আগামী বছরই অবশিষ্ট ৪ তলার নির্মাণ কাজ শুরু হবে। তখন দুর্ভোগ পুরোপুরি কেটে যাবে। তিনি বলেন, এই আদালত ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব-স্ব দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

পটুয়াখালীর জেলা ও দায়রা জজ রোখসানা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ শাহজাহান মিয়া, আ স ম ফিরোজ, এস এম শাহজাদা ও মোঃ মহিববুর রহমান, জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য কাজী কানিজ সুলতানা, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, জেলা প্রশাসক মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জামাল হোসেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ মইনুল হাসান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা।

#

ড. রেজাউল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২৯

**বঙ্গবন্ধু ফেডারেশন কাপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী চ্যাম্পিয়ন, বিমান বাহিনী রানার্স আপ**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ‘বঙ্গবন্ধু ফেডারেশন কাপ বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট- ২০২০’ প্রতিযোগিতা আজ ঢাকার ধানমন্ডি ইনডোর ফ্লোর বাস্কেটবল জিমন্যাশিয়ামে সমাপ্ত হয়েছে।

 প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। মুজিব বর্ষ
উদ্‌যাপন উপলক্ষে এমন সুন্দর আয়োজন করায় প্রতিমন্ত্রী আয়োজকবৃন্দের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা।

 গত ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ছয় দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীসহ মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী গ্রুপ পর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৯০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ৪৩ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

 সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নৌ ও বিমান বাহিনীর পদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২৮

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১ নভেম্বর থেকে জাতীয় চিড়িয়াখানা খোলার সিদ্ধান্ত প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্যবিধি মেনে শর্তসাপেক্ষে আগামী ১ নভেম্বর রাজধানীর মিরপুরস্থ বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি বেশকিছু শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে চিড়িয়াখানা খোলার এ অনুমতি দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে তা হলো :

 চিড়িয়াখানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে অমোচনীয় রং দিয়ে বৃত্তাকার স্থান চিহ্নিত করতে হবে; প্রবেশ গেইটসমূহে জীবাণুনাশক টানেল ও ফুটবাথ স্থাপন করতে হবে; প্রবেশ গেইটে থার্মাল স্ক্যানারের সাহায্যে দর্শনার্থীর দৈহিক তাপমাত্রা চেক করার ব্যবস্থা করতে হবে; চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন ও সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে; দর্শনার্থীদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে; দর্শনার্থীর সংখ্যা দৈনিক সর্বোচ্চ ২ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর এনক্লোজারের চারপাশে জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে; পরিদর্শন সময় সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে হবে; ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সতর্কতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে এবং ষাটোর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের চিড়িয়াখানায় প্রবেশাধিকার বন্ধ রাখতে হবে।

দর্শনার্থীদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো হলো :

 চিড়িয়াখানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অমোচনীয় রং দিয়ে চিহ্নিত বৃত্তাকার স্থানে অবস্থান করতে হবে; প্রবেশ গেইটসমূহে স্থাপিত জীবাণুনাশক টানেল ও ফুটবাথ ব্যবহার করতে হবে; চিড়িখানার ভেতর প্রবেশের পর দিক নির্দেশক অনুসরণ করে একমুখী পথ ব্যবহার করতে হবে; বাধ্যতামূলকভাবে ফেইস মাস্ক ব্যবহার করতে হবে; চিড়িয়াখানায় খাবার নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না এবং চিড়িয়াখানার ভেতরে এক জায়গায় ভিড় বা জটলা করা যাবে না।

 এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘করোনা ক্রান্তিকালে ঢাকা শহরবাসীর বিনোদনের উল্লেখযোগ্য বিকল্প না থাকায় তাদের বিনোদন এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চিড়িয়াখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ও অবস্থানের সময় সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য দর্শনার্থীদের অনুরোধ জানান তিনি।

 উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে গত ২০ মার্চ জাতীয় চিড়িয়াখানা বন্ধ ঘোষণা করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

ইফতেখার/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২৭

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর সাথে আইইবি’র নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর নবনির্বাচিত সদস্যগণ সাক্ষাৎ করেন। অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী সংগঠনের নবনির্বাচিত সদস্যদের মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা জানান। সাক্ষাৎকালে সংগঠনের নবনির্বাচিত সদস্যগণ প্রকৌশলীদের এই শীর্ষ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পাদনে প্রতিমন্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় সংগঠনটির নবনির্বাচিত সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত প্রকৌশলীগণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এসব সমস্যা সমাধানে আইইবি’র পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রস্তাবসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ও রাজউক এর ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) যথাশীঘ্র অনুমোদনের ব্যবস্থা করা, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ যথাক্রমে গ্রেড-২, ৩ ও ৪ এ উন্নত করা ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্যতম।

এছাড়া তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয় করার জন্য সরকারের লোন অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রকৌশলীদের গ্রেড অনুযায়ী পদসমূহকে ওয়ারেন্ট অভ্‌ প্রিসিডেন্স এ যথাযথ স্থান প্রদান করা এবং সকল দপ্তর অধিদপ্তরে নিয়মিতভাবে শূন্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি প্রচলিত আইন ও নিয়মবহির্ভূতভাবে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদে পদোন্নতির আদেশ বাতিল করার অনুরোধ জানান ।

প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে এসব দাবি দাওয়া সক্রিয় বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম।

অনুষ্ঠান শেষে আইইবি’র নবনির্বাচিত সদস্যগণ প্রতিমন্ত্রীকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

#

রেজাউল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২৬

**করোনা চিকিৎসায় একশ অত্যাধুনিক ভেন্টিলেটর দেবে আমেরিকা**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, আমেরিকা বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র। দেশের যেকোন দুর্যোগে আমেরিকা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আমেরিকা বাংলাদেশের কোভিড-সহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা দিতে নতুন ও অত্যাধুনিক একশ'টি ভেন্টিলেটর দেবে।

আজ রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভ্যান্টিলেটর মেশিন ও গ্যাস এনালাইজার মেশিন হস্তান্তর সংক্রান্ত এক বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সেদেশের ডিপার্টমেন্ট অভ্‌ স্টেট এর ডেপুটি সেক্রেটারি স্টেফেন এডওয়ার্ড বাইগান, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএসএ অ্যাম্বাসেডর আর্ল আর মিলার-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

বৈঠকে করোনা সংকট মোকাবিলায় উভয় দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয় এবং উভয় দেশে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রাণ দেয়া মানুষদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৈঠকে করোনাকালীন বাংলাদেশের নানা উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিভাবে করোনা মোকাবিলায় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার বর্ণনা দেন।

অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রতিনিধিগণ করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন। বৈঠকে আগামীতে ভ্যাক্সিন উৎপাদন শুরু হলে আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন ডেপুটি সেক্রেটারি বাইগান এবং বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুত ভ্যাক্সিন পেতে আমেরিকা সরকার সব ধরনের সহায়তা করবেন বলেও জানান তিনি।

#

মাইদুল/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৫

**প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা নয় সম্পদ। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী-সহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরস্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ জয়নুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ।

 মন্ত্রী বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির স্মার্ট সাদা ছড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে স্মার্ট সাদা ছড়ি পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি বিশেষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ৬৪ জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

 দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে ৯টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে শতভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

 সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিকালীন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সকল ধরণের সহায়তা প্রতিবন্ধীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 পরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে স্মার্ট সাদা ছড়ি বিতরণ করা হয়।

#

জাকির/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯২৪

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ১০৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬০০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৫৫৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬০৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৯৯ হাজার ২২৯ জন।

#

হাবিবুর/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯২৩

**পানির অপব্যবহার ও অপচয় রোধে সর্তক থাকার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

XvKv, ৩০ Avwk¦b (১৫ A‡±vei) :

 করোনাকালীন এবং স্বাভাবিক সময়ে পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধে দেশের সকল মানুষকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণসহ বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে বাঁচতে সঠিকভাবে নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ার কথাও জানান তিনি। মন্ত্রী আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০২০  উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই অযথা পানি ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পানি ব্যবহারে সতর্ক না হলে শুধু দেশেই নয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ পানি সংকটে পরবে। পানি সম্পদকে সমৃদ্ধ ও পানি প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, আমাদের জীবনে হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি তথা হাইজিন মেনে চলা কতটুকু জরুরি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ পরিস্থিতি তা শিখিয়ে দিয়েছে। রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয় সারা বিশ্বের অনেক মানুষ হাত ধোয়ার বিষয়ে অসচেতন।  মানুষকে সচেতন করতেই এই দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনার শুরু থেকেই সারাদেশে প্রতিটি মানুষের কাছে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়েছে। এ জন্য তিনি নিজে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে থাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানান। এছাড়া ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি'র সহযোগিতায় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠান সারা দেশে সুপেয় পানি সরবরাহের পাশাপাশি জনসমাগমপূর্ণ স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

 তিনি জানান, দেশের মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনসচেতনতা। আর জনসচেতনতা তৈরির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি সফলভাবে শেষ করেছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ সফলভাবে অতিক্রম করে ২০৪১ সালের আগেই দেশ ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দারা জনস্টন।

 #

হায়দার/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/মাসুম/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯২২

**পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন**

 **-পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

XvKv, ৩০ Avwk¦b (১৫ A‡±vei) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলির জনগণের পারস্পরিক ভ্রমণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পর্যটন শিল্প কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। পর্যটন ও এভিয়েশন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা উভয়ের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

 আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দৃঢ় এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণের অবদানের কথা বাংলাদেশের জনগণ সবসময়ই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দুই বন্ধু রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে আরও সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করছে।

 তিনি বলেন, এয়ার বাবল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর কারণে বন্ধ থাকা বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুর মাধ্যমে দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এতে দুই দেশের জনগণের যাতায়াত আরো সহজ ও আরামদায়ক হবে।

 ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন,বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দিন দিন এ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হচ্ছে। এ সম্পর্ক দুই দেশের জনগণের কল্যাণে ভূমিকা রাখবে। এয়ার বাবল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর কারণে বন্ধ থাকা বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুর মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে। এসময় তিনি আগরতলা-ঢাকা-আগরতলা ফ্লাইট চালু ও বাংলাদেশের সকল এয়ারপোর্টে ডিজিটাইজেশন নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেন।

#

তানভীর/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/মাসুম/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯২১

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর  সাথে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের  সাক্ষাৎ**

XvKv, ৩০ Avwk¦b (১৫ A‡±vei) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী  আ ক ম মোজাম্মেল হক এর সাথে  আজ তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার  Vikram K Doraiswami  সাক্ষাৎ  করেন।  এ সময়  তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভুমিকা  এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

 মন্ত্রী নবনিযুক্ত হাইকমিশনারকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং সেদেশের জনগণের  সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের অবদান  স্মরণে বাংলাদেশ  স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছে বলে মন্ত্রী  ভারতীয় হাইকমিশনারকে অবহিত করেন।

 মোজাম্মেল হক বলেন, বাংলাদেশের  স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের তালিকা, মুজিব বাহিনীর সদস্যদের তালিকা,  শরণার্থী শিবির, ট্রেনিং ক্যাম্প ও যুদ্ধকালীন সেবাদানকারী ভারতের  হাসপাতালের তালিকা আং‌শিক থাকলেও পূর্ণাঙ্গ তালিকা বাংলাদেশের কাছে নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ  ইতিহাস সংরক্ষণের স্বার্থে এসব তালিকা বাংলাদেশকে সরবারহের বিষয়ে  মন্ত্রী  হাইকমিশনারের সহযোগিতা কামনা করেন।

 ভারতীয় হাইকমিশনারের পিতা  ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন জানিয়ে হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পরীক্ষিত। মিত্রবাহিনীর স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ  বাংলাদেশ ভারত বন্ধুত্বকে  আরো  দৃঢ়  করবে বলে হাইকমিশনার উল্লেখ করেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ  ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

 ভারতীয় হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ণ  উন্নয়নের  ভূয়সী  প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  ছিলেন বিশ্বনেতা।  বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণও বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। ২০২১ সালে  বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণের আনন্দের অংশীদার হতে ভারত ইচ্ছুক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/মাসুম/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯২০

**নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য**

 **-সেতুমন্ত্রী**

XvKv, ৩০ Avwk¦b (১৫ A‡±vei) :

 নিরাপদ এবং উন্নয়ন-বান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

 মন্ত্রী আজ নিজ বাসভবন হতে ভিডিও কনফারেন্সে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সিরাজগঞ্জে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় পণ্যবাহী যানবাহন চালকদের জন্য দুটি বিশ্রামাগার নির্মাণকাজ উদ্বোধনকালে একথা জানান।

 সেতুমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন মহাসড়কে একশত একুশটি দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁকের ঝুঁকিহ্রাস করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মাঝে সুদৃঢ় সমন্বয় গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সমন্বয় যত দৃঢ় হবে- মহাসড়ক তত নিরাপদ হবে। সড়ক নিরাপত্তায় জনসচেতনতা তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 কাদের বলেন, মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করায় মুখোমুখি সংঘর্ষ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। জেলা ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সিএনজি অটোরিকশাসহ নন-মোটরাইজড্ যানবাহনের চলাচল বন্ধে আরো কঠোর হতে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিএনপি আসন্ন উপনির্বাচনে আগে থেকেই ভরাডুবির আশঙ্কা করছে তাই নানান অভিযোগ করছে। ভোটের আগে অভিযোগ, ভোটে দিন সরে দাঁড়ানো এবং পরে নির্বাচন কমিশনকে ব্যর্থ বলা- বিএনপি’র পুরনো কৌশল এখন ভোঁতা হয়ে গেছে বলেও তিনি জানান।

 প্রায় দুইশত ছাব্বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-খুলনা এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য চারটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। এসকল বিশ্রমাগারে পার্কিং, গাড়ি চালকদের বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের সুবিধা ছাড়াও গাড়ি মেরামত ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।

 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কাজী শাহরিয়ার হোসেন, প্রকল্পের পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এসময় ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/মাসুম/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৯

**কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান রাবাব ফাতিমার**

নিউইয়র্ক, (১৫ অক্টোবর) :

 কোভিড ভ্যাকসিন প্রবেশাধিকার সার্বজনীন ও সাশ্রয়ী করা, এসডিজি’র ঘাটতি মোকাবিলায় অর্থায়ন, দারিদ্র্য ও অসমতার ক্রমবর্ধমান ধারার অবসান, অভিবাসী শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদান, রপ্তানি আয়ের নিম্নগতি রোধ, সকলের জন্য ডিজিটালাইজেশন সুবিধা নিশ্চিত এবং জরুরি জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য ইস্যুগুলো মোকাবিলা করার মতো বিষয়সমূহে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

 গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির সাধারণ বিতর্ক পর্বে কোভিড-১৯ মহামারির ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

 করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে এবছর দ্বিতীয় কমিটির সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে -কোভিড-১৯ পরবর্তীকালকে পুনরায় পূর্ববর্তী ভালো সময়ে ফিরিয়ে আনা: আরও ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃজন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও কোভিড থেকে টেকসই পুনরুদ্ধার নিশ্চিত।

 জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক পর্বে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনকে ‘বৈশ্বিক সম্পদ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন, সেকথা পুনরুল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯মুক্ত বিশ্বের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ভ্যাকসিনসমূহে সাশ্রয়ী ও বৈশ্বিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

 উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সঙ্কট থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে তাদের গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহে অব্যাহতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে জি-৭, জি-২০, ওইসিডি, এবং আইএফআইকে আর্থিক প্রণোদনা, সাশ্রয়ী অর্থায়ন ও ঋণ থেকে অব্যাহতি দানের মতো পদক্ষেপগুলো আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোকে পুনরায় যাতে এলডিসি পর্যায়ে ফিরে যেতে না হয় সেজন্য বিশেষ সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাষ্ট্রদূত। উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি আয়ের ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসতে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করার আহ্বান জানান তিনি। শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, কারিগরি সহায়তা এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ও মধ্যম সারির এন্টারপ্রাইজগুলোতে আরো অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে এ ঘাটতি মেটাতে পারে বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

 অভিবাসী কর্মীগণ বহুমূখী যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যাচ্ছে তা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা এই সঙ্কটকালে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী কর্মসংস্থান বাজারে তাদেরকে সন্নিবেশ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহ এবং ডিজিটাল সেবার সুবিধাগুলো যাতে সবাই পেতে পারে তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন তিনি। উন্নয়ন অভিযাত্রার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কৌশলের যে অনুশীলন করে যাচ্ছে তা সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব করেন তিনি।

 রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা জলবায়ু ও জীববৈচিত্র ইস্যুতে বৈশ্বিক সাড়াদানের ঘাটতির বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জরুরি জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবিলায় গঠিত ৪৮টি দেশের সংগঠন ‘ক্লাইমেট ভারনারেবল ফোরাম ৯সিভিএফ)’ এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের আরো অংশগ্রহণমূলক ও নেতৃত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতির কথা জানান তিনি। যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য ‘২০২১ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ-২৬)’ -এ আরো সাহসী প্রতিশ্রুতি নিয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

 বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়াবলী নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটি কাজ করে থাকে। প্রতিবছর জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় কমিটির এই সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

#

ফাতেমা/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসীম/মাসুম/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯১৮

**করোনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

XvKv, ৩০ Avwk¦b (১৫ A‡±vei) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এসব উদ্যোগের ফলে সকল আশঙ্কাকে পিছনে ফেলে করোনা মহামারির চরম বিরূপ পরিস্থিতি এবং ঘূর্ণিঝড়,বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এ অর্থবছরে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

মন্ত্রী বৃহস্পতিবারমন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। এসময় কৃষি সচিব মো: নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান, করোনাকালে ও করোনা পরবর্তী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয়  নিরলসভাবে কাজ করছে। আউশ এবং আমন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে আউশের  আবাদ হয়েছে ১৩ দশমিক ২৯৬ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩৪ দশমিক ৫১৭ লক্ষ মে:টন। ফলে আউশের আবাদ গত বছরের তুলনায় প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর ও উৎপাদন ৪ লক্ষ মে:টন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া,  এ বছর আমন ধান (রোপা ও বোনা আমন) আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৯ লাখ হেক্টর। কয়েক দফা বন্যায় রোপা আমন বীজতলা, চারা ও মাঠে দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি পোষাতে বিনামূল্যে চারা বিতরণ, ভর্তুকি সহায়তা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে রোপা আমন ধানের আবাদে সহায়তা দেয়া হয়েছে। আগামী বোরো মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বোরো ধান বীজ কেজি প্রতি ১০/- টাকা হারে ভর্তুকি প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রতি ইঞ্চি জায়গা চাষের আওতায় এনে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশের ৪ হাজার ৩৯৭টি ইউনিয়নে ৩২টি করে মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৮৭টি পরিবারে পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, মুজিব শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে নতুনভাবে ১০০ টি করে পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপনকরা হচ্ছে।

কয়েক দফার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে প্রায় ১৭ কোটি ৫৪ লাখ টাকার সার, বীজসহ কৃষি উপকরণ পুর্নবাসন কর্মসূচি হিসেবে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৬৩১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকা দিয়ে  ৯ লাখ ২৯ হাজার ১৯৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেককে কৃষককে গম, সরিষা, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, খেসারী, পিঁয়াজ, মরিচ, টমেটো ইত্যাদি ফসল আবাদের জন্য বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, আগামীকাল ১৬ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২০’। এবারের প্রতিপাদ্য হলো ‘সবাইকে নিয়ে একসাথে বিকশিত হোন, শরীরের যত্ন নিন, সুস্থ থাকুন। আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ’।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/মাসুম/১৪২০ ঘণ্টা

Handout Number : 3917

**State Minister for Foreign Affairs meets US Deputy Secretary of State**

Dhaka, 15 October:

 State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam yesterday met the visiting US Deputy Secretary of State Stephen E. Biegun. The whole range of bilateral political and economic relations between Bangladesh and US including trade, investment, public health cooperation, agriculture and energy cooperation were discussed at length.

 Principal Secretary to the Prime Minister, Executive Chairman of BIDA, Chairman BEZA, Foreign Secretary, Commerce Secretary, CEO of Public Private Partnership and other senior officials attended the meeting. Adviser for Private Industry and Investment to Prime Minister of Bangladesh Salman F Rahman, was also present during the second segment of the meeting. Before coming to Bangladesh Mr. Biegun paid a visit to India.  The Deputy Secretary Beigun is now in Dhaka to pay a two days official visit on 14-15 October 2020 with the aim to strengthening ties between two countries.

 State Minister expressed condolence for the loss of lives in the USA and appreciated the support provided by the USA to Bangladesh in handling the COVID 19 pandemic crisis. He mentioned about the socio-economic development under the prudent leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Mr. Alam conveyed thanks for USA’s principled stand and steadfast humanitarian and diplomatic support to Bangladesh in dealing with the Rohingya crisis.

 Deputy Secretary Beigun lauded the economic stability of Bangladesh and conveyed the US Government’s evolving interest in Bangladesh. Mr. Beigun appreciated the generosity shown by Bangladesh to shelter Rohingyas and assured to continue US support in bringing a peaceful and long-term solution to the problem.

 The State Minister thankfully mentioned that the US is Bangladesh’s single largest export destination country and also the largest investor. Discussion was held about the future trade possibilities of the US in the large market of Bangladesh. Both sides expressed their optimism that the US companies may take advantage of the competitiveness of Bangladesh and invest in the country in greater volume particularly in the areas of jute, ship building, leather, ICT, energy, pharmaceuticals and infrastructural development.

 The State Minister sought US Deputy Secretary’s support in repatriating Rashed Chowdhury, the killer of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman residing in the USA. Deputy Secretary Beigun assured him of extending cooperation in this regard.

 Both sidese emphasized the need for close cooperation between the Governments of the United States and Bangladesh to address the continually evolving challenges related to health and economy during the current and post-COVID-19 global pandemic situation.

 During the meeting Mr. Beigun also highlighted the productive discussion that took place in the last consultation on economic partnership in September and hoped that the two countries can build upon that in the days to come.

 State Minister Alam also stressed on the resumption of visa for Bangladeshi students going for studying in the US in the next Spring session. Mr. Beigun informed that they are actively considering resumption of this service at the US Embassy following appropriate health guidelines. The State Minister hoped that both the countries will work together to restart Biman flights to New York.  Both of them expressed their high optimism to have regular discussion on various issues of mutual interest.

  The US Deputy Secretary is expected to meet the Prime Minister and Foreign Minister today.

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Mamun/Kamal/Shamim/2020/11.52 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯১৬

 **বিশ্ব খাদ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য দেশের মতো বাংলাদেশে ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস’ পালন করা হবে জেনে আমি আনন্দিত।

 এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘সবাইকে নিয়ে একসাথে বিকশিত হোন, শরীরের যত্ন নিন, সুস্থ থাকুন। আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ’- কোভিড-১৯ জনিত পরিবর্তিত বিশ্ববাস্তবতায় যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সাড়ে ১১ বছরে কৃষি উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে; যেগুলোর মাঝে কয়েক দফায় সার, বীজসহ বিভিন্ন কষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের জন্য ঋণ ও প্রণোদনা সুবিধা সম্প্রসারণ, দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, কৃষি গবেষণায় অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে নিত্যনতুন জাত প্রযুক্তির উদ্ভাবন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, কৃষিযন্ত্রকে সুলভ ও সম্প্রসারিত করা, বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদান অন্যতম। ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে। বৃহত্তর কৃষির আঙিনায় মাঠ ফসল, ফলমূল, শাকসবজির পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ। আমাদের সরকার এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

 করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার এ সংকটের শুরু থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে এই বৈশ্বিক মহামারিতেও আমরা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছি। কৃষিতে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে আমরা করোনা পরিস্থিতিতেও ঘূর্ণিঝড় আম্ফান, বন্যা প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দক্ষভাবে মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদনের সফল ধারা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছি। আমাদের কোন খাদ্য সংকট হয়নি, কারণ-পর্যাপ্ত মজুদের ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিল্প স্থাপনে যাতে কৃষি জমি নষ্ট না হয়, সে নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

 আমরা গত সাড়ে ১১ বছরে দেশের আর্থসামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। দেশের ৯৭.৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নিচ্ছি।

 জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই।

 আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

 #

বিটু/অনসূয়া/মামুন/জসীম/শামীম/২০২০/১১৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯১৫

**বিশ্ব খাদ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রধানতম অনুষঙ্গ খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের উৎপাদক, সরবরাহকারী, বিপননকারীসহ সংশ্লিষ্টদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 আবহমানকাল থেকেই কৃষি আমাদের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়াও কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল সরবরাহ করে। সামগ্রিক অর্থে দারিদ্র্যহ্রাসকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ উপলব্ধি থেকেই মহান স্বাধীনতা লাভের পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে কৃষি উন্নয়নে বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে কৃষিতে দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফসলের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষখাতেও ব্যপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

 এ বছর একটি ভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘সবাইকে নিয়ে একসাথে বিকশিত হোন, শরীরের যত্ন নিন, সুস্থ থাকুন। আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ’-যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত যৌক্তিক ও অর্থবহ। কোভিড-১৯ মহামারিতে বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। শুরু থেকেই বর্তমান সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে এই মহামারিতেও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। দুর্যোগকালেও কৃষির সাফল্য এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে করোনা-উত্তর বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় আমাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। আবাদযোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে উন্নত প্রযুক্তি অনুসরণ করে মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের আবাদ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনা জরুরি। জাঙ্কফুড পরিহার করে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত পরিমাণে মৌসুমি ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসচেতনতাও বাড়ানো জরুরি। মনে রাখতে হবে সুষম খাদ্য গ্রহণের সাথে কায়িক পরিশ্রম আমাদের দেহ-মনকে সুস্থ রাখবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে।

 আগামীর খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টরা আরও মনোনিবেশ করবেন-এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। শুধু সরকারি পর্যায়েই নয় বেসরকারি পর্যায়েও অধিক বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে আমাদের নজর দিতে হবে গ্রামে। একইসাথে কৃষকরা যাতে উৎপাদিত শস্যের ন্যায্যমূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক-এ প্রত্যাশা করি।

 আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২০ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/১২৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৪

 **পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শণ বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা -রাষ্ট্রদূত রাবার ফাতিমা**

নিউইয়র্ক (১৫ অক্টোবর) :

 ‘পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার’ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বানকে পূনর্ব্যক্ত করে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, বিদ্যুৎ ও চিকিৎসাখাতে পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহার করছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে চলমান ৭৫তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম কমিটির (নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক) সাধারণ বিতর্কে প্রদত্ত বক্তব্যে গতকাল একথা বলেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

 রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদাহরণ টেনে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সুবিধাকেই কাজে লাগিয়েছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ‘আন্তর্জাতিক পারমানবিক শক্তি সংস্থা’র সর্বোচ্চ মান মেনে চলার প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

 পারমাণবিকসহ পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের সূদৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এই নীতি-আদর্শ উৎসারিত হয়েছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে, যে ভাষণে জাতির পিতা “বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা” -বিষয়ে সকলকে সমবেত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

 পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, পারমানবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ চুক্তি, রাসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক সমঝোতা, জীবাণু অস্ত্র বিষয়ক সমঝোতা, রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা, ব্যাপক-ভিত্তিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, অস্ত্র-বাণিজ্য চুক্তিসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল প্রধান নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক চুক্তি ও পদক্ষেপের সাথে যুক্ত রয়েছে বাংলাদেশ -একথা উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসকল চুক্তি ও পদক্ষেপ স্বাক্ষর ও অনুমোদনের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

 যোগাযোগ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, মহাকাশে এখন বাংলাদেশ আরো বেশি অংশীদারিত্ব নিয়ে প্রবেশ করেছে। তিনি মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, টেকসই, উন্মুক্ত, প্রবেশযোগ্য ও অস্ত্রমুক্ত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 উল্লেখ্য কোভিড-১৯ জনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব মেনে সদস্য দেশসমূহের সর্বনিম্ন উপস্থিতির মাধ্যমে স্বল্প-পরিসরে এবারের সাধারণ পরিষদের কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

#

ফাতেমা/অনসূয়া/মামুন/কামাল/জসিম/মাসুম/১১০০ ঘণ্টা